অত্যাধুনিক নোসোড্‌স

ডাঃ আর,পাল

মর্ডাণ হোমিওপ্যাথিক পাবলিকেশনস্‌

অত্যাধুনিক নোসোড্‌স্

এ্যড্রিন্যালিন (Adrenalin)

পেটের মধ্যে কটি অঞ্চলে বৃক্ক দ্বয়ের উপরে অবস্থিত অধিবৃক্ক গ্রন্থি নামে দুটি গ্রন্থি। এই গ্রন্থি মজ্জার চারিদিকে যে অংশ থাকে তাকে বলে বহিরাংশ বা কর্টেক্স। ইহা মজ্জা অংশ হতে স্বতন্ত্র এবং কাজও স্বতন্ত্র। এই মজ্জা অংশ হতে যে ঔষধটি প্রস্তুত হয় তাকে বলে এ্যড্রিন্যালিন এবং যে সমস্ত গ্রন্থি হতে ঔষধটি প্রস্তুত হয় তাকে বলে Suprarenal। এই ঔষধটির ক্রিয়া শরীরের সকল সিমপ্যাথেটিক নার্ভের উপর এবং ইহা অতি দ্রুত প্রকাশিত হয়। ইহার কাজ সিমপ্যাথিটিক স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত রাখা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহা প্রয়োগ করলে সংশ্লিষ্ট স্থানের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ঐ স্থানটি কালো বর্ণ হয়ে উঠে এবং ঐ বর্ণ কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত অবস্থান করে ইহার ক্রিয়া অতি সত্ত্বর উপস্থিত হয় এবং ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক ঔষধ। অতি সত্ত্বর অক্সিজেনের সংগে মিশে যায় বলে ইহা বার বার প্রয়োগ না করলে ক্ষতি করে না। অতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল অবশ্যই ভয়াবহ। ইহার অত্যধিক ব্যবহারে মেদময় অর্বুদ, হৃদযন্ত্রের রোগ দেখা দেয়।

মন (Mind)ঃ স্নায়ুবিক অস্থিরতার ভাব, কোন কাজ করতে মন নেই, কোন উচ্চাকাঙ্খা নেই, হতাশার ভাব, মানসিক পরিশ্রম করতে নারাজ, মানসিক অস্থিরতা। যেহেতু স্থিরভাবে চিন্তা করতে পারে না তাই মানসিক যে কোন কাজে অপারগ।

মস্তক (Head)ঃ মস্তকের বাম দিক প্রচণ্ড যন্ত্রণাময়, এই যন্ত্রণা এবং বেদনা ধীরে ধীরে ডানদিকে প্রসারিত হয়। সকালের দিকে অথবা পড়াশোনা করলে এই যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। মনে হয় চোখের উপর অত্যধিক চাপ বা জোর পড়ছে। সম্মুখ কপালের যন্ত্রণা তৎসহ নাক, চোখ আরক্তিম। মাথায় এত যন্ত্রণা যে মনে হয় সহ্য করতে আর পারছে না, যন্ত্রণা ধীরে ধীরে সমস্ত মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে চোখের উপরিভাগে এবং বামদিকে বেদনার ভাব অধিক। চোখে চাপ দিলে বেদনার উপশম। মাথার যন্ত্রণা কান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বিকাল এবং সন্ধ্যার সময় বেদনাবৃদ্ধি বিশেষ করে সন্ধ্যা সাতটার সময়। উন্মুক্ত বাতাসে হাঁটাচলা করলে ঘুমালে সামান্য উপশমবোধ। মস্তিষ্কের স্নায়ুশূল; এই স্নায়ু শূল সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়ে বেলা ১১ টার সময়

শুরু হয় এবং ৩/৪টা পর্যন্ত থাকে। খাওয়া দাওয়া করলে, উন্মুক্ত বাতাসে হাঁটাচলা করলে গরম ঘরে বেদনার উপশম। মাথার যন্ত্রণাসহ চোখের গোলকে বেদনা। চাপে বেদনার উপশম। যদি বেলা ১১ টার দিকে এই বেদনা শুরু হয় তবে রাত ১২টা পর্যন্ত থাকে। খাওয়া দাওয়া করলে বেদনার উপশম। বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত মাথায় ঝিম ঝিম ভাব শূণ্যতাবোধ।

চোখ (Eyes)ঃ মনে হয় চোখের উপর খুব চাপ পড়ছে, ডানদিকের চোখে বেদনা। চোখের উপর চাপ দিলে অথবা চোখ বিস্ফারিত করলে বেদনার খানিকটা উপশম হয়। ইহাতে মাথার যন্ত্রণারও উপশম বোধ হয়। চোখের গোলকে বেদনা এবং চাপ ও ঘর্ষণে উপশম।

কান (Ears)ঃ বাম কানে বেদনা তৎসহ মাথার যন্ত্রণা। অনেক সময় উভয় কানে যন্ত্রণা ও বেদনা দেখা দেয়। ডান কান চুলকায় এবং তুড় তুড় করে কানের মধ্যে আংগুল দিলে উপশমবোধ।

নাক (Nose)ঃ ঠাণ্ডা বাতাসে ঘোরাফেরা করলে সর্দির ভাব উপস্থিত এবং নাক থেকে জলের মত বিশ্রী সর্দিস্রাব হয়। বদ্ধ ঘরে থাকলে নাক যেন অবরুদ্ধ হয়ে আসে। নাকের গোড়ায় শক্ত ভাব এবং অবরুদ্ধ ভাব।

মুখমণ্ডল (Face)ঃ মুখ স্ফীত এবং উজ্জ্বল কিন্তু রক্তিম হয়। উষ্ণতায় মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ভাব বিদ্যমান।

মুখ গহ্বর (Mouth)ঃ ঘুম থেকে উঠলেই মুখ থেকে বিশ্রী গন্ধ নির্গত হয়। জিহ্বায় ময়লার আবরণ জিহ্বার ডগা ও পার্শ্বদ্বয় রক্তিম।

গলা (Throat)ঃ স্বরযন্ত্রের স্ফীতি, শ্বাসনালীর আক্ষেপ, গলগ্রন্থি থেকে এক প্রকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ইহা দেখতে সাদা এবং গাঢ় ও কঠিন।

উদর (Stomach)ঃ ক্ষুধার ভাব অধিক বমি বমি ভাব আহারের পূর্বে বমি ভাব আহারের প্রথম দিকে ক্ষুধা ভাব কিন্তু সামান্য কিছু খেলেই আর যেন খেতে ইচ্ছে করে না। রাক্ষসে ক্ষুধা।

মল (Stool)ঃ মলের রঙ কপিল বা পাটকিলে, নরম কাদা সাদা, বিশ্রী দুর্গন্ধযুক্ত। হঠাৎ উদরাময়ভাব, মলদ্বারে জ্বালাপোড়া ভাব।

প্রস্রাব (Urine)ঃ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন ঘন প্রস্রাব, বিবর্ণ রঙ। প্রস্রাবের সময় এবং পূর্বে জ্বালাপোড়া ভাব মূত্রপথে বেদনা, কামভাবের বৃদ্ধি কিন্তু লিংগের উচ্ছাস হয় না। কাম বিষয়ক স্বপ্ন এবং লিংগে উচ্ছাস এই জন্য ঘুমের ব্যাঘাত ভোর রাত্রে বীর্যপাত।

শ্বাস-প্রশ্বাস (Respiratory)ঃ বুকে বেদনা ও আক্ষেপসহ কাশি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস মনে হয় দম যেন একেবারে আটকে আসে এবং নিউমোনিয়া এবং পক্ষাঘাতের দোষ বর্তমান।

পৃষ্ঠ (Back)ঃ বিশেষ করে বাম দিকের ব্যথা, সোজা হয়ে বসলে বা শুয়ে থাকলে বেদনার উপশম।

অংগ-প্রত্যংগ (Extremities)ঃ পায়ে বাতজনিত বেদনার সঞ্চরণ হাত পা অবশ অসাড় পায়ের আংগুলে কড়া ঘুম থেকে জেগে উঠলে বাম কনুতে এবং কনিষ্ঠ আংগুলে বাতের বেদনা। পায়ের গাঁটে হাতের কনুতে বেদনা এবং যন্ত্রণা তৎসহ বলহীনতার ভাব। পায়ের গোড়ালীতে শক্তির অভাব এবং সামান্য হাঁটাচলায় দুর্বলতার ভাব সৃষ্টি হয়। ডান হাতের প্রথম আংগুলে স্ফীতি ভাব এবং আংগুল হাড়া। ঘুম থেকে উঠলে অংগ-প্রত্যংগে যেন দুর্বলতার ভাব দেখা দেয়।

টিসু (Tissues)ঃ পেশী যেন খিঁচে ধরছে মনে হয় বার বার ইনজেকশান দেবার কুফলজনিত রোগ। চামড়া মলিন এবং দূর্বল। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগতি, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার অনিয়মতা এবং রক্তহীনতার ভাব।

ঘুম (Sleep)ঃ ঘুম ঘুম ভাব, ঝিমুনি, অবসন্নতা। ঘুম এবং অবসাদের ভাব ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত বিদ্যমান।

ব্যাসিলিনাম (Bacillinum)

টিউবারকুলাস ফুসফুস জলসিক্ত করে ডাঃ বার্ণেট এই ঔষধটি আবিষ্কার করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। যক্ষা রোগের চিকিৎসায় এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী। ইহার ক্রিয়া শক্তির ফলে শ্লেষ্মা স্রাবের পরিবর্তন হয় শ্লেষ্মা নিঃসরণ কমে আসে, তরল হয়, পুঁজভাব কমতে থাকে। ইহা শুধু যক্ষা রোগের উপকারী নয় বরং ইহার যথার্থ প্রয়োগে বায়ুনালীতে শ্লেষ্মা সঞ্চয় এবং শ্বাসকষ্ট দূর হয়।

মন (Mind)ঃ মনমরা উদাস, হতাশার ভাব, সামান্য কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠা, বিষন্নভাব উন্মাদভাব। রোগের বিষয় চিন্তা করে করে দূর্বল হয়ে পড়া মানসিক ভয়, কুকুর ভীতি।

মস্তক (Head)ঃ প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা। মস্তিষ্কের গভীর অংশে মাথা ব্যথা। খিটখিটে স্বভাব নিরাশ মাথার যন্ত্রণা এত তীব্র যেন মনে হয় কেউ দড়ি দিয়ে বা লোহার শিকল দিয়ে মাথা বেঁধে রেখেছে, যন্ত্রণার ভয়ে মাথা

নড়াতে চড়াতে চায় না। নড়াচড়ায় ব্যথা বৃদ্ধি। মাথায় দাদ, চোখের পাতায় একজিমা। নিদ্রাহীনতা।

চোখ (Eye)ঃ চোখের পাতায় চুলকানি একজিমার লক্ষণ।

মুখমণ্ডল (Face)ঃ নিস্তেজ ভাব, ক্রুদ্ধভাব, এক গালের উপর ফুসকুড়ি, মাঝে মাঝে এই ফুসকুড়ি দেখা দেয় এবং কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে।

দাঁত (Teeth)ঃ ঘুমের ঘোরে দাঁত কাটে, কড়মড়, কটমট শব্দ হয়। দাঁতের শ্রীবৃদ্ধিহীন।

উদর (Stomach)ঃ বদহজম উদরে বায়ু জন্মে, ডানদিকের পাঁজরের নীচে বেদনার ভাব।

তলপেট (Abdomen)ঃ জ্বর, উদর স্ফীতি, তলপেটে বেদনা এবং অস্বস্থি ভাব, রাত্রে অস্থির বোধ কুচকীর গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত, ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠে জিহ্বা কালো জামের রঙ, মধ্যান্ত্র ত্বকের ক্ষয়, ঘুমের ঘোরে কথা বলা, দাঁত কটমট করা, ক্ষুধাহীনতা হাত নীলাভ, প্রত্যেক গ্রন্থিতে বেদনাজনিত আক্ষেপ ঢোলের মত পেট, যকৃত অঞ্চলে বেদনা এবং স্ফীতভাব। ঘাম বেশী, পুরাতন উদরাময়।

মল এবং মলদ্বার (Stool and Anus)ঃ ভয়ংকর কোষ্ঠকাঠিন্য। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, যন্ত্রণাদায়ক অর্শরোগ।

মুত্রযন্ত্র (Urinary Organs)ঃ অত্যধিক পরিমাণ প্রস্রাব, বিবর্ণ এবং সাদা সাদা তলানি পড়ে। প্রস্রাব করার জন্য রাত্রে বার বার উঠতে হয়।

শ্বাসযন্ত্র (Respiratory Organ)ঃ কঠিন কফ, কম্পনশীল অবস্থা, ঘুমের সময় কেঁপে উঠে কিন্তু তাতে ঘুম ভাঙ্গে না। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই কাশির উদ্রেক। কাশির জন্য রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, বার বার কাশি ফেলতে হয়, বুকে প্রচণ্ড বেদনা মনে হয় এখনি দম বন্ধ হয়ে যাবে। বামদিকের স্কন্ধাস্থিতে প্রচণ্ড বেদনা, রাত্রে বিছানায় শুয়ে পড়লে বেদনার বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম বোধ।

গলা এবং পিঠ (Neck and Back)ঃ গ্রন্থি স্ফীত এবং বেদনাহত।

নিম্নের অংগ প্রত্যংগ (Lower Limbs)ঃ অর্বুদজনিত কারণে হাঁটু স্ফীত।

সাধারন লক্ষণ (Generalities)ঃ প্রচণ্ড দুর্বলতার ভাব, বিরক্তি বোধ, কেহ তাকে বিরক্ত করুক এটা সে চায় না।

ঘুম (Sleep)ঃ দিনের বেলায় ঝিম ঝিম ভাব, ঢুলু ঢুলু ভাব, রাত্রে অস্থিরতা বোধ করে এবং অনেক স্বপ্ন দেখে।

জ্বর (Fever)ঃ চোখ মুখ উত্তপ্ত, সামান্য ঘাম, মস্তিষ্কের গভীরে মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা।

মরগ্যান গার্টনার (Morgan Gaertner) Bowel Nosods

ডাঃ এলিজাবেধ প্যাটারসান কৃত "A Survery of the Nosodes" নামক পত্রিকায় এই ঔষধটির কথা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে ইহাকে The British Homeopathic Journal, Vol-X L IX, No- 3, এ আবার প্রকাশ করে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করা হয়।

আকৃতিগত লক্ষণ (Appearance) –বিবর্ণ মুখমণ্ডল ,পাভুরতার ভাব, কালো চুল, জীর্ণশীর্ণ পাতলা চেহারা।

মানসিক অবস্থা (Mentals)ঃ খিটখিটে স্বভাব, সামান্য করণেই রাগ হয়ে যায়, অবৈধভাব, উদ্বেগ, স্নায়ুবিক উত্তেজনা। অস্থির, ক্রন্দনশীল, মনমরা, হিংসুক, স্বার্থপর, জনতা দেখলে ভয় পায়, উত্তেজনার ভাব, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, নখ কামড়ানো স্বভাব।

শিরত্বক এবং মুখমণ্ডল (Scalp and face)ঃ মাথায় টাক বা কেশ হীনতা, শিরত্বকে বেদনা এবং যন্ত্রণা উহা কপাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। হঠাৎ মুখে শোথভাব এবং স্ফীত, মুখের বামদিকে উদ্ভেদ এবং স্নায়ুশূল।

চোখ (Eyes)ঃ অক্ষিপুট প্রদাহ, চোখের পাতায় পিচুটি পড়ে, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, কর্ণিয়ার ক্ষত, ভাব সৃষ্টি।

কান (Eyes)ঃ কানের মধ্যে স্ফোটক, কানের যন্ত্রণা ও বেদনা। কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, গুঞ্জরণ ধ্বনি।

নাক (Nose)ঃ নাকের সর্দিস্রাব, সর্দি জনিত মামড়ি এবং শুকনো মামড়ি, নাকের মধ্যে ক্ষত, নাসিকার অর্বুদ, রক্তিমবর্ণের নাক, নাকে বিসর্পিকাজনিত উদ্ভেদ নাক রোগাক্রান্ত।

মুখগহ্বর (Mouth)ঃ তিক্ত স্বাদ, বিশ্রী স্বাদ, মাড়ি ফোলা, পাইয়োরিয়া দোষ, জিহ্বায় জ্বালাপোড়া, মনে হয় জিহ্বায় সূচীভেদ্য যন্ত্রণা ও বেদনা। সকালে জিহ্বা ময়লাযুক্ত, ময়লার প্রলেপ, লালা নিঃসৃত হয়, মুখের কোণে ক্ষত বা ফাটা ফাটা ভাব।

গলা (Throat)ঃ গলায় যেন অম্লশূলের ন্যায় জ্বালাপোড়া, বার বার টনসিলের স্ফীতি, আলজিহ্বার স্ফীতি এবং আক্ষেপ জনিত বেদনা।

ক্ষুধা (Appetite)ঃ মিষ্টি এবং লবন খেতে চায়, উষ্ণ খাদ্য পছন্দ করে, চর্বি জাতীয় খাদ্য, ডিম, মাংস পছন্দ করে আবার কখনো কখনো পছন্দ করে না।

উদর (Stomach)ঃ অজীর্ণ রোগ, পেট ফাঁপা, প্রচণ্ড ঢেকুর উঠে। ঢেকুরের সংগে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, মুখ টক টক ভাব, মনে হয় সর্বদাই উদর যেন পুর্ণ, কিছু না খেলেও উদর পূর্ণ ভাব, আহারের পরে উদর বেদনা, আহারের পরে বমি বিশেষ করে বিকালে এবং সন্ধ্যায়, আন্ত্রিক ক্ষত।

তলপেট (Abdomen)ঃ বায়ুজনিত কারণে তলপেট স্ফীত, পেট বড়, অন্ত্র স্ফীত, উদরের ডান এবং বামদিকে বেদনা, ইলিয়াক ফসার ডান ও বামে বেদনা। ইলিওসিক্যাল অঞ্চলে প্রচণ্ড বেদনা, গলা ও ব্লাডারে ব্যথা। ডান কাঁধে ব্যথা এবং বাম কাঁধেও বেদনার অনুভব।

অন্ত্র (Bowels)ঃ কোষ্ঠকাঠিন্যের ভাব বেশী মাঝে মাঝে আবার তরল মল ও নিঃসরণ হয়। মল যখন তরল হয় তখন তার বেগও বেশী। অর্শের দোষ আছে– ইহা রক্তস্রাবী যন্ত্রণাদায়ক এবং চুলকায়। মলদ্বার ফাটা গোশুল বের হয়, মলের সংগে আম পড়ে। মল কঠিন শুষ্ক এবং আমযুক্ত।

প্রস্রাব (Urine)ঃ ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। অসাড়ে প্রস্রাব, মূত্রাশয় প্রদাহ, মূত্রপাথরী মূত্র রোগ বৃক্কক প্রদাহ এবং বৃক্ক দোষ।

জননেন্দ্রিয় (Genitalia)ঃ রজকৃচ্ছ্রতা মাসিক ঋতুর পুর্বে অস্থির ভাব, স্তনবৃন্তে আঁচিলবৎ উদ্ভেদ যোনিতে চুলকানি, প্রদর স্রাব, এই স্রাব হাজা কর, দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিবর্ণ।

বক্ষ (Chest)ঃ বুকে বেদনাবোধ, বুকের বাম দিকে শক্ত ভাব এবং বন্ধনবৎ বেদনা, বুকে স্নায়ুশূল বুকে সর্দি জমে থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস (Respiratory)ঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মন্থর হাঁপানির ভাব।

কাশি (Cough)ঃ সকালের দিকে এবং রাত্রে গলা সুড় সুড় করে কাশি আসে ঘুম থেকে জেগে উঠলে অথবা শুয়ে থাকলে কাশির উদ্রেক।

রক্ত সঞ্চালন (Circulation)ঃ হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন নিয়মিত নয়, রাত্রে হৃদকম্পন এবং ঘুম থেকে জেগে উঠতে হয়। হৃদ আবেষ্টণীর স্ফীত। ঢেকুর উঠলে বায়ু নিঃসরণ হলে এবং হাঁটাচলা করলে বেদনার উপশম।

দেহ (Body)ঃ বক্ষ প্রাচীরে অর্বুদ গলায় সৌত্রিক তন্তর গতি সঞ্চয় ভাব। ঘাড়ে এবং পিঠে বাত।

বাহু (Arms)ঃ ডান কাঁধে, ডান বাহুতে ডান হাতের কব্জিতে ডানদিকের ডেলটয়েড পেশীতে এবং কনুতে বাত। বাহুতে স্নায়ুশূল, কব্জিতে বাতের বেদনা। আংগুলে এবং বুড়ো আংগুলে বেদনা এবং বুড়ো আংগুল স্ফীত।